শরীর বিকল, ভাবনা সজীব

জয়ন্ত রায়

স্টিফেন হকিং যে অসুখে মারা গেলেন, সেটিকে বলে অ্যামায়োট্রফিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বা এএলএস। এটির আর এক নাম মোটর নিউরোন ডিজিজ। মোটর বলতে এই যে আমরা পেশির সাহায্যে যে সব কাজকম্ম করি, সেগুলো। তো এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিকে চালনা করে দু'ধরনের মোটর নিউরোন। আপার এবং লোয়ার। নিউরোন বলতে, নার্ভ বা স্নায়ুর একটি ইউনিট, যার একটি বডি আছে আর একটি লেজের মতো অংশ আছে। আপার মোটর নিউরোন আসে ব্রেন থেকে আর লোয়ারের উৎস, স্পাইন বা শিরদাঁড়ায় এবং লোয়ার ব্রেন স্টেমে। তার মানে, মোটর নিউরোন সংক্রান্ত কোনও অসুখ, এই দুই অংশকেই প্রভাবিত করে, বা বিকল করে। মোটর নিউরোনের বডি মাঝেমাঝে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে ডিজেনারেট করতে শুরু করে, নিয়ম মেনে অন্য অংশটিও। যাঁদের লোয়ার মোটর নিউরোন অংশটি আক্রান্ত হয়, তাঁরা সাধারণত পাঁচ বছরের বেশি বাঁচেন না, আপার হলে শুধু, হয়তো তার চেয়ে খানিক বেশি, কিন্তু দুটোই আক্রান্ত হলে, আমরা বলি এএলএস। যেটি স্টিফেন হকিংয়ের হয়েছিল। এবং এখানেই প্রশ্ন তিনি কী ভাবে তবুও এত বছর বেঁচে ছিলেন। বিশেষ করে যখন এই অসুখের আজ অবধি কোনও চিকিৎসা বেরোয়নি। আরও একটি কথা মনে রাখা

২০১৬ সালের একটি অনুষ্ঠানে — ফাইল চিত্র

প্রয়োজন, অসুখটি কিন্তু এক বার ধরে গেলে, মৃত্যু অবধি বেড়ে চলতেই থাকে।

এমন অসুখে মৃত্যুর কারণ মূলত দুই। হয় জিভ, গলার পেশি বিকল হয়ে স্রেফ পুষ্টির অভাবে মানুষ মারা যায় বা অ্যাসপিরেশনে, মানে খাওয়ার চেষ্টা করল, পারল না, খাবার ফুসফুসে ঢুকে, চোক করে মৃত্যু। আর দ্বিতীয় কারণ, রেসপিরেটরি ফেলিওর। স্টিফেন হকিং-কে এই দুটি ক্ষেত্রেই বিশেষ রকম সাহায্য করা সম্ভব হয়েছিল, বলেই তিনি এত বছর বেঁচে থাকতে পেরেছিলেন। খেয়াল করবেন, তাঁর বিশেষ হুইল চেয়ারেই রেসপিরেটর মেশিন ফিট করা ছিল, তিনি তো সেই কোন কালেই স্বাভাবিক নিঃশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়েছিলেন, পাশাপাশি খাওয়ারও তাঁর ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল। ফলে তাঁকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে শ্বাস ও খাবার সরবরাহ করে যাওয়ার ফলেই তিনি এই অসুখকে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি অনবদ্য চিন্তার ক্ষমতা হারাননি। হারাননি কারণ এই অসুখ মোটর নিউরোনের, কগনিটিভ সিস্টেমের নয়। এই চিনতে পারা বা ভাবনার ক্ষমতা, আবেগ, এমনকী অ্যাবস্ট্র্যাক্ট থিংকিং-এর ক্ষমতাও কিন্তু এই অসুখে আক্রান্ত সমস্ত মানুষেরই থাকে। খুব কিছু ব্যাহত হয় না। এটিই এই রোগীর সব চেয়ে ট্র্যাজিক অংশও বটে। রোগী বুঝতে পারছে সব কিছু, শুধু

অসুখ

কাজ করার ক্ষমতাটাই চলে গিয়েছে, বলতে পারছে না, লিখতে পারছে না, অর্থাৎ কমিউনিকেটই করতে পারছে না। সে তো এও বুঝছে, যে সে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে! কিছু অসুখ থাকে যেমন অ্যালজাইমার্স, যে কগনিশানকে প্রভাবিত করে, বিকল করে, মোটর ফাংশানকে ছেড়ে দেয়, এই এএলএস যেন ঠিক উল্টো।

ফলে হকিংয়ের গোটা দেহ ২১ বছর বয়স থেকে মৃতপ্রায় ছিল, আর তাঁর মস্তিষ্কের মৃত্যু হল সদ্য।

লেখক মুকুন্দপুর আমরি হাসপাতালের নিউরোমেডিসিন বিভাগের প্রধান